স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪
স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪
স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪
স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪
স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪

স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪

পুরস্কারপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪

২০২৪ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

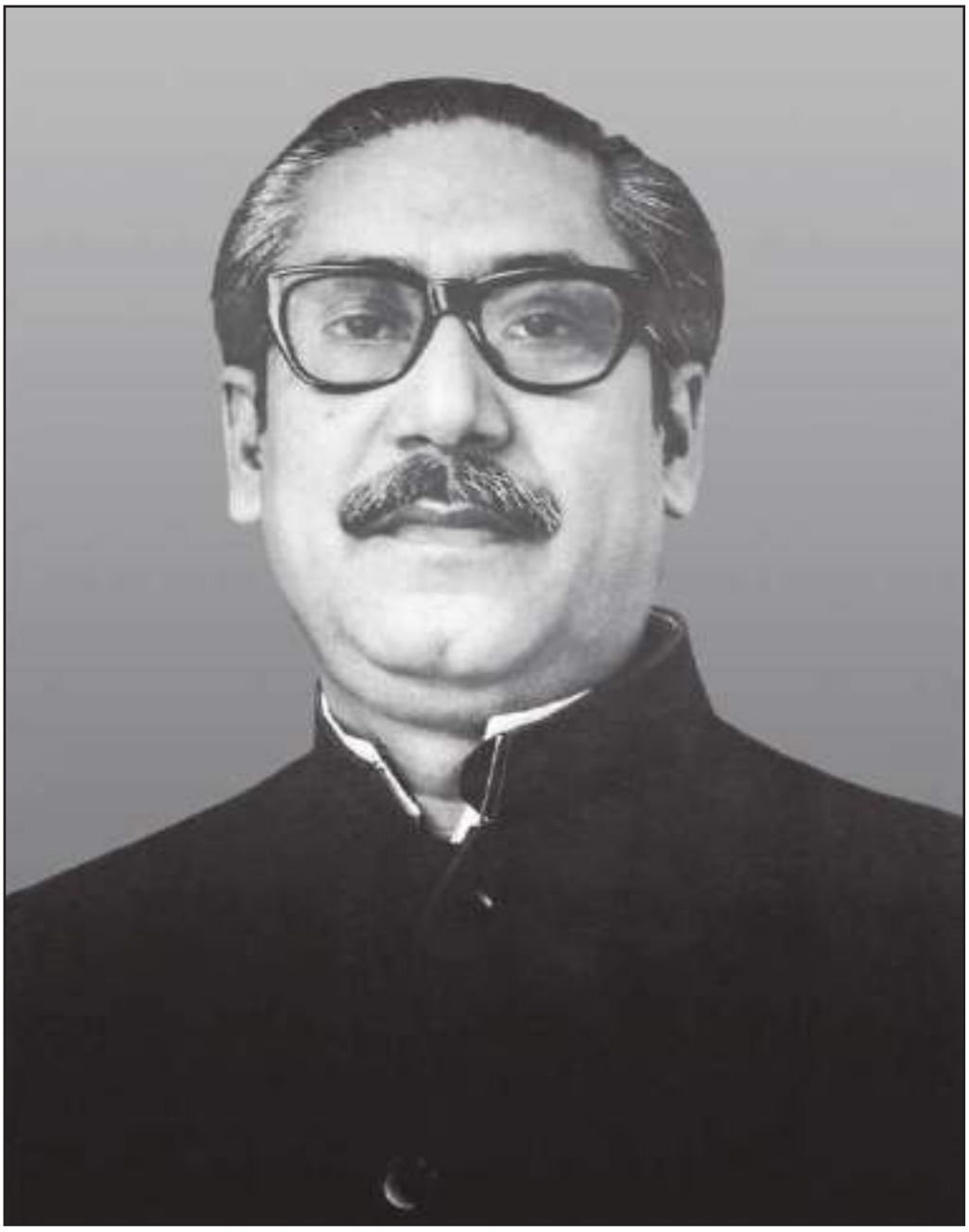

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সূচিপত্র

স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪-এর পটভূমি	০১
২০২৪ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	০৩-১৪
১৯৭৭ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা	১৫-৬৩

স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪

পটভূমি

অকুতোভয় বাঙালি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অপরিসীম আত্মত্যাগ এবং এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জন করে বহুল প্রতীক্ষিত ও কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এরই মাধ্যমে বিশ্বের বুকে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বাঙালি পেল লাল-সবুজের পতাকা ধারণকারী স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের এই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনায় যাঁরা চিরস্মরণীয় এবং বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনে যাঁরা আলোকবর্তিকা; মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, জনকল্যাণ ও গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব বা প্রতিষ্ঠান অসামান্য অবদান রেখেছেন তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ও স্বীকৃতি প্রদান রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব। এই পবিত্র দায়িত্ববোধ থেকে দেশমাতৃকার জন্য অসামান্য অবদান রাখা অনন্যসাধারণ ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' প্রদান করা হয়।

'স্বাধীনতা পুরস্কার' বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৩১৩ জন স্বনামধন্য ব্যক্তি ও ৩২টি প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্তদের একটি স্বর্ণপদক, পাঁচ লক্ষ টাকা ও একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়।

সরকার এ বছর ১০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করেছে। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম: **স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ**- বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আব্দুস সাত্তার, বীর প্রতীক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফ্লাইট সার্জেন্ট মোঃ ফজলুল হক (মরণোত্তর) ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ আবু নঈম মোঃ নজিব উদ্দীন খাঁন (খুররম) [মরণোত্তর]; **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি**- ড. মোবারক আহমদ খান; **চিকিৎসাবিদ্যা**- ডাঃ হরিশংকর দাশ; **সংস্কৃতি**- জনাব মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান; **ক্রীড়া**- মিজ্ ফিরোজা খাতুন; এবং **সমাজসেবা/জনসেবা**- জনাব অরন্য চিরান, বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডাঃ মোল্লা ওবায়েদুল্লাহ বাকী ও জনাব এস.এম. আব্রাহাম লিংকন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি উক্ত বরেণ্য ব্যক্তিবর্গকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করবেন।

স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের অনন্যসাধারণ অবদান জাতি চিরকাল গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

২০২৪ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আব্দুস সাত্তার, বীর প্রতীক

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আব্দুস সাত্তার, বীর প্রতীক, ১৯৪৩ সালের ০৬ জানুয়ারি মাদারীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আব্দুস সাত্তার, বীর প্রতীক খুলনার সেন্ট জোসেফ স্কুল থেকে মাধ্যমিক, তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, সিটি নাইট কলেজ, ঢাকা থেকে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জৈব ফলিত রসায়নে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন।

কাজী আব্দুস সাত্তার, বীর প্রতীক ষাটের দশকের সূচনালগ্নে পেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য ও স্নেহ। তিনি ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন এফ-২৭ বিমানের ক্যাপ্টেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ১০ জন পাইলট নিয়ে কিলোফ্লাইট নাম দিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠিত হয়। তিনি কিলোফ্লাইটের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় ডাকোটা বিমান নিয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। স্বল্প সময়ের প্রশিক্ষণে রাতের আঁধারে আধুনিক দিকদর্শন যন্ত্র ছাড়াই বিমান চালনা এবং শত্রুর রাডার ফাঁকি দিয়ে মাত্র ২০০ ফুট উচ্চতায় বিমান নিয়ে উড়ে যাওয়ার কৌশল রপ্ত করেন। ডাকোটা বিমানটি পরে মুক্তিবাহিনীর পরিবহন বিমান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই বিমান মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন দুর্গম ঘাঁটিতে চলাচল ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহে ব্যবহার করা হয়। তিনি দক্ষতার সঙ্গে বিমান পরিচালনা করে মুক্তিবাহিনীর প্রধান কর্নেল এমএজি ওসমানী ও অন্যান্যদেরকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেন।

আকাশ পথের ভ্রমণকথা এবং সমাজের অসঙ্গতি নিয়ে রম্যরচনা লিখে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯৮৩ সালে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'আইয়ুব খানের কুমির শিকার'। পরবর্তীকালে 'ইয়াহিয়া খানের কৃষ্ণ সারমেয়', 'কৃষ্ণ অপ্সরা', 'উড্ডীন কড়চা', 'আকাশপথে দিনরাত্রি', 'সত্তায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ', 'রম্যবীণা বাজেরে', 'বেলুন থেকে বিমান' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের দুঃসাহসী এই বৈমানিকের গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আব্দুস সাত্তার, বীর প্রতীক-কে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ফ্লাইট সার্জেন্ট মোঃ ফজলুল হক

বীর মুক্তিযোদ্ধা ফ্লাইট সার্জেন্ট মোঃ ফজলুল হক ০২ নভেম্বর ১৯৪১ সালে বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরিশালের সায়েস্তাবাদ হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক, সরকারি বিএম কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬০ সালে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর শিক্ষা বিভাগে এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রাখেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ফ্লাইট সার্জেন্ট মোঃ ফজলুল হক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১১ (এগার) নম্বর অভিযুক্ত ছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার চলাকালে পাকিস্তানি বাহিনী ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে তাঁকে গুরুতর আহত করে। ১৯৬২-৬৮ সালে ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য বাঙালি সৈন্যদের লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে সংগঠিত করেন। তিনি বরিশাল জেলায় মুক্তিবাহিনী গঠন করেন। তিনি নৌপথে পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য তালতলী জুনাহারে ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত ৯ (নয়) নম্বর সেক্টরের এডজুটেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ফ্লাইট সার্জেন্ট মোঃ ফজলুল হক পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে খুলনা ও সাতক্ষীরায় সম্মুখযুদ্ধ করে বীরত্বের পরিচয় দেন।

ফ্লাইট সার্জেন্ট মোঃ ফজলুল হক ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদ এবং ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক, তাঁর সম্পাদনায় সংহতি পরিষদের পত্রিকা প্রকাশিত হত। তিনি পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের সভাপতি ও মহাসচিবসহ বিভিন্ন পদে সুদীর্ঘ ১৭ বছর দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধা ফ্লাইট সার্জেন্ট মোঃ ফজলুল হক-কে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪ (মরণোত্তর) প্রদান করা হলো।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ আবু নঈম মোঃ নজিব উদ্দীন খাঁন (খুররম)

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ আবু নঈম মোঃ নজিব উদ্দীন খাঁন (খুররম) ১৯৫৪ সালের ০২ ডিসেম্বর নরসিংদী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ভর্তি হন। তিনি ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের কার্যকরী সদস্য এবং ছাত্রলীগ, ঢাকা কলেজ শাখার যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালের উত্তাল দিনগুলোতে ঢাকা কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাসের ছাদ থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেন, যা তাঁকে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ করে তোলে। এই ঘটনার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। ছোট ভাই এনায়েতউদ্দিন মোঃ কায়সার খানকে সঙ্গে নিয়ে তৎকালীন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীন ভৈরবের সরকারি কে.বি পাইলট হাই স্কুল মাঠে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অগ্রসরমান পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিহত করতে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে তিনি ১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল ভৈরব ব্রিজ পার হয়ে তৎকালীন আশুগঞ্জ পাট গুদামে অবস্থান নেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৫ এপ্রিল ভোরে স্যাবর জেট বিমান হতে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ শুরু করে। একই সঙ্গে ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনী হেলিকপ্টার থেকে অবতরণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণ করে। তিনি এবং অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা অসীম সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে পাকসেনাদের প্রতিহত করতে তুমুল প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। সম্মুখযুদ্ধের একপর্যায়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গুলিতে তিনি শাহাদতবরণ করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ আবু নঈম মোঃ নজিব উদ্দিন খাঁন (খুররম)-এঁর স্মরণে একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর নামে ঢাকা কলেজের একটি মিলনায়তনের নামকরণ করা হয়েছে। তাঁর স্মরণে নরসিংদী জেলার বেলাবো উপজেলায় একটি কলেজ ও একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ আবু নঈম মোঃ নজিব উদ্দীন খাঁন (খুররম)-কে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪ (মরণোত্তর) প্রদান করা হলো।

ড. মোবারক আহমদ খান

ড. মোবারক আহমদ খান ১৯৫৮ সালের ৩১ জানুয়ারি মানিকগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মানিকগঞ্জ মডেল হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক, মানিকগঞ্জ সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরমাণু শক্তি কমিশনে ১৯৮৪ সালে তাঁর কর্মজীবন ও বিজ্ঞান গবেষণার যাত্রা শুরু হয়।

ড. মোবারক আহমদ খান ছাত্রজীবন থেকেই বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বিশেষ করে পরিবেশের কথা চিন্তা করে তিনি সোনালি আঁশ পাট থেকে তৈরি করেন পরিবেশবান্ধব সোনালি ব্যাগ, জুটিন (পাটের ঢেউটিন), সিঙ্ক, স্যানিটারি ন্যাপকিনসহ অন্যান্য অনেক উপাদান। খাদ্য সংরক্ষণে চিংড়ির খোলস থেকে তৈরি করেন বিষাক্ত ফরমালিনের বিকল্প কাইটোসেন, সামুদ্রিক উদ্ভিদ থেকে প্রাকৃতিক গ্রোথ-প্রোমোটার, গরুর হাড়/জিলাটিন (কোলাজেন) থেকে আবিষ্কার করেন আগুনে পোড়া ঘায়ের বাইলেয়ার ব্যান্ডেজ এবং জিলাটিন থেকে আবিষ্কার করেন পলিজিলিন বা ব্লাড-প্লাজমা এক্সটেন্ডার। দেশীয় পদ্ধতিতে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করার প্রযুক্তি এবং গার্মেন্টস শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তিও আবিষ্কার করেন।

ড. মোবারক আহমদ খান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের অনেক সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন প্রফেসর হিসেবে কাজ করেন। ইতোমধ্যে তাঁর নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রায় ৩০০ জন এমএসসি, ১০ জন এমফিল এবং ২২ জন শিক্ষার্থী পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

তাঁর অনেক গবেষণাধর্মী লেখনী/প্রবন্ধ/গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিভিন্ন সামাজিক/সাংস্কৃতিক/রাজনৈতিক সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বপালন করেছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য দেশে ও বিদেশে একাধিক পুরস্কার/সম্মাননা/পদক লাভ করেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ড. মোবারক আহমদ খান-কে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

ডাঃ হরিশংকর দাশ

ডাঃ হরিশংকর দাশ ১৯৫০ সালের ৩১ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ছাত্র থাকাবস্থায় তিনি ভারতের আসামের মানকারচর শরনার্থী শিবির ও মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

১৯৭৫ সালে তিনি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সহকারী রেজিস্টার হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮১ সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে ময়মনসিংহ বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালে যোগদান করেন। পরবর্তীতে চক্ষু চিকিৎসায় উচ্চতর ডিগ্রির জন্য অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় গমন করেন। সেখান থেকে ফিরে ১৯৯৪ সালে ময়মনসিংহ শহরে প্রথম একক ব্যক্তিমালিকানাধীন চিকিৎসাকেন্দ্র পারমিতা চক্ষু হাসপাতাল (প্রাঃ) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত তিনি পারমিতা চক্ষু হাসপাতালে দৈনিক কর্মকালীন একটি ঘণ্টা বিনামূল্যে রোগী দেখে আসছেন।

এ ছাড়াও ডাঃ হরিশংকর দাশ তাঁর নিজের গ্রামে প্রতি বছর শত শত রোগীকে বিনামূল্যে চক্ষু রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছেন। করোনাকালে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম একদিনের জন্যও বন্ধ রাখেননি। বর্তমানে তিনি দূরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন। তবুও তিনি চিকিৎসাসেবা প্রদান করে যাচ্ছেন।

তিনি বিভিন্ন সময়ে সেবা রত্ন সম্মাননা-২০০৫; কমিউনিটি অপথ্যালমোলজি পুরস্কার-২০১৫ ও ২০১৭; ওএসবি আজীবন সম্মাননা পদক-২০১১; মাদার তেরেসা গোল্ড মেডেল পুরস্কার-২০১৫; আলীম মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড-২০১৪ ইত্যাদি অর্জন করেন। 'সামান্য চোখে দেখা-২০২১' ও 'কোভিড-১৯ দুর্যোগে ডাঃ হরিশংকর দাশ-২০২১' তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ।

বাংলাদেশের চিকিৎসাবিদ্যায় গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ডাঃ হরিশংকর দাশ-কে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান

জনাব মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ সালে ঝিনাইদহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক বাড়ি যশোর জেলায়। তিনি যশোর জিলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক, সরকারি মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন।

জনাব মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান শিল্পকলার নানান শাখায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। তিনি একাধারে কবি, চলচ্চিত্র পরিচালক, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচয়িতা, মঞ্চ-বেতার-টিভি নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা, আবৃত্তিকার, উপস্থাপক, সৌখিন চারুকলা শিল্পী এবং কলাম লেখক।

তিনি ১৯৬৮ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতারে চাকরি করেন। ১৯৬৫ সাল থেকে বাংলাদেশ বেতারে নিয়মিত গীতিকার হিসেবে কাজ করছেন। তাঁর প্রকাশিত গানের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। ১৯৭৩ সাল থেকে তিনি নিয়মিতভাবে প্রায় শতাধিক চলচ্চিত্রের জন্য গান লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে রয়েছে- 'আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী', 'সেই রেললাইনের ধারে', 'যদি মরণের পরে কেউ প্রশ্ন করে', 'বন্ধু হতে চেয়ে তোমার', 'দুঃখ আমার বাসর রাতের পালঙ্ক', 'আমার মত এত সুখি', 'ভালোবাসা যত বড়', 'কিছু কিছু মানুষের জীবনে' ইত্যাদি।

তাঁর লেখা চলচ্চিত্রের উল্লেখযোগ্য চিত্রনাট্যগুলো হচ্ছে- 'ছুটির ঘণ্টা', 'মর্যাদা', 'আত্মত্যাগ', 'সহযাত্রী' 'তালাক' ও 'মরণের পরে' সহ আরও অনেক। 'দেবদাস', 'চন্দ্রনাথ', 'শুভদা', 'বিরাজ বউ', 'শাস্তি' ইত্যাদি সাহিত্যভিত্তিক অধিকাংশ চলচ্চিত্রের সকল গান তিনি লিখেছেন। তিনি চন্দ্রনাথ (১৯৮৪) ও শুভদা (১৯৮৬) চলচ্চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ গীতিকার এবং মেঘের কোলে রোদ (২০০৮) চলচ্চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার হিসাবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৬১ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তিনি মঞ্চ, বেতার ও টেলিভিশনের জন্য শতাধিক নাটক লেখার পাশাপাশি অভিনয় করেছেন। তিনি ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ গীতিকবি সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি পরিষদের উপদেষ্টা এবং ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সংগীত পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব ছিলেন।

তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে-আধুনিক বাংলা গান রচনার কলাকৌশল (২০০৮), বাংলা গান ও বিবিধ প্রসঙ্গ (২০১১), বাংলা গান রচনা কৌশল ও শুদ্ধতা (২০১৪), বাংলা শায়েরী (২০১৬) প্রভৃতি।

সংস্কৃতি ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান-কে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

ফিরোজা খাতুন

মিজ্ ফিরোজা খাতুন ১৯৬৯ সনের ০৪ জানুয়ারি ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর পিতা তাঁকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তোলেন। ময়মনসিংহের আলমগীর মনসুর (মিন্টু) মেমোরিয়াল কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি ১৯৮৭ সালে টঙ্গীতে অবস্থিত মনু টেক্সটাইল মিল্স-এ কর্মজীবন শুরু করেন এবং সেখান থেকেই তাঁর বর্ণাঢ্য ক্রীড়া জীবনের যাত্রা শুরু হয়।

মিজ্ ফিরোজা খাতুন ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ১০ (দশ) বার দেশের দ্রুততম মানবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। বাংলাদেশ গেমস, জাতীয় ও সামার অ্যাথলেটিক্সে ১০০ মিটার স্প্রিন্ট ও হার্ডলস ছাড়াও বিভিন্ন দূরত্বের দৌড় প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন সময়ে প্রথম স্থান অর্জন করে এক দশকের বেশি সময় ধরে দেশের প্রমীলা অ্যাথলেটিক্স অঙ্গনে 'ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড'-এ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেন।

তিনি সে সময়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যথা: South Asian Federation (SAF) Games, Asian Games, Asian Track & Field Meet, World Athletic Championship, World University Games-এ বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৬ সালে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত Muslim Women World Games-এ অংশগ্রহণ করে ১০০ মিটার হার্ডলস-এ রৌপ্য পদক অর্জন করেন।

মিজ্ ফিরোজা খাতুন ২০১২ সালে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি বাংলাদেশ স্পোর্টস রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালে দেশের সেরা অ্যাথলেট হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেন। ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদানের জন্য ২০২০ সালে তাঁকে 'রাঁধুনী কীর্তিমতি' সম্মাননা প্রদান করা হয়।

মিজ্ ফিরোজা খাতুন একজন ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে ২০১৭ সাল থেকে ময়মনসিংহ বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এবং ২০২১ সাল থেকে ময়মনসিংহ জেলা স্কেটিং একাডেমির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে এই ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব নিজ জেলায় অবস্থান করে শিশু কিশোরদের স্কেটিং প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছেন।

ক্রীড়াক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মিজ্ ফিরোজা খাতুন-কে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

অরন্য চিরান

জনাব অরন্য চিরান ১৯৮০ সালের ২৯ নভেম্বর ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শেরপুর কৃষি কলেজ থেকে স্নাতক, ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর এবং পরবর্তীতে এম.এড ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণারত।

জনাব অরন্য চিরান একজন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও সংগঠক হিসেবে পরিচিত। ময়মনসিংহ জেলা শিল্পকলা একাডেমি, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, শান্তি মিত্র সমাজকল্যাণ সংস্থা, বৃহত্তর ময়মনসিংহের আদিবাসী সংগঠনসমূহের ঐক্য পরিষদ, সারা সংস্থা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ স্কলার অ্যাসোসিয়েশনসহ দীর্ঘকাল অসংখ্য সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনসমূহের গুরুত্বপূর্ণ পদে যুক্ত হয়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে উন্নয়নের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছেন। অসহায় ও দরিদ্রের তথ্য সংরক্ষণ ও প্রদান, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, হাসপাতালে অসহায় রোগীদের পরিচর্যা, অসহায় পথশিশু ও এতিমসহ সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক বিরোধ মীমাংসাসহ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

তিনি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের বিষয়ে সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত প্রদান করে তাদের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের সংস্কৃতি বিষয়ক সভা-সেমিনার, গারোদের ওয়ানগালা উৎসব ও হাজংদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন; ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জাদুঘর স্থাপন ও সংরক্ষণ; এবং চুগান উৎসব উদ্‌যাপন প্রভৃতির মাধ্যমে বিলুপ্তপ্রায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের সংস্কৃতি সংরক্ষণে তাঁর অবদান সর্বজনবিদিত।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'আমি প্রমোদ মানকিনের কথা বলছি', 'বিচিত্র দৃশ্যপট', 'তের কবির পঙতিমালা', 'বৃহত্তর ময়মনসিংহের কাব্যগ্রন্থ' 'জ্যোৎস্না নেই পূর্ণিমা নেই' এবং 'স্বপ্নের ভুবন'।

তিনি 'মাদার তেরেসা শাইনিং পার্সোনালিটি অ্যাওয়ার্ড-২০২৩', 'প্রথম গারো গবেষক, লেখক ও কবি সম্মেলন-সাহিত্য পদক-২০১৩', ' শিশু কবি রকি সাহিত্য পুরস্কার-২০১১' প্রভৃতি পদক/সম্মাননায় ভূষিত হন।

সমাজসেবা/জনসেবায় গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সংগঠক ও সমাজসেবক জনাব অরন্য চিরান-কে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডাঃ মোল্লা ওবায়েদুল্লাহ বাকী

বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডাঃ মোল্লা ওবায়েদুল্লাহ বাকী ১৯৫৪ সনের ০২ জানুয়ারি গোপালগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাইককান্দি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ থেকে মাধ্যমিক, ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, দানেৎস্ক স্টেট মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, ইউক্রেন হতে স্নাতক এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন।

ঢাকা কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের সান্নিধ্যে এসে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। পরে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরে পাইককান্দি হাইস্কুলে স্থাপিত মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে ট্রেনিং নিয়ে পাইককান্দি রণাঙ্গনে একাধিকবার সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের ৯ নম্বর সেক্টরে আরও ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

পেশাগত জীবনে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের রেডিওথেরাপি বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালনসহ ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের অধ্যাপক কাম পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির সভাপতি এবং প্রফেসর ডাঃ ওবায়েদল্লাহ-ফেরদৌসী ফাউন্ডেশন ক্যান্সার হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পাইককান্দি, গোপালগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা ও চিফ অনকোলজিস্ট।

তিনি Secretory Breast Cancer, ETV6-NTRK3 Fusion Positive Breast Cancer নামক স্তন ক্যান্সারের আবিষ্কারক। এ সাফল্য বিশ্বের নামকরা মেডিকেল জার্নাল যথা: American Society of Clinical Oncology Journal, The Lancet Journal, Bangladesh Cancer Journal-এ প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন মেডিকেল জার্নালে তাঁর ১১৮টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং ২০১৬ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের Memorial Sloan Kettering Cancer Centre-এ একজন সফল গবেষক হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

চিকিৎসা পেশায় ও সমাজ সেবায় অনন্য অবদান রাখার জন্য তিনি 'মাদার তেরেসা শাইনিং পার্সোনালিটি অ্যাওয়ার্ড-২০১১', 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস অ্যাওয়ার্ড-২০১১', 'স্বাধীনতা সম্মাননা-২০১৫' প্রভৃতিতে ভূষিত হন।

সমাজসেবা/জনসেবায় গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডাঃ মোল্লা ওবায়েদুল্লাহ বাকী-কে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

এস.এম. আব্রাহাম লিংকন

জনাব এস.এম. আব্রাহাম লিংকন ১৪ নভেম্বর ১৯৬৬ কুড়িগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-রাকসু-এর এজিএস এবং সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের তিনি অন্যতম ছাত্রনেতা। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একাধিকবার কারাবরণ করেন। তিনি তিন দশক ধরে মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস ও আঞ্চলিক ঐতিহ্যের প্রায় চার হাজার স্মারক সংগ্রহ করেছেন। বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দের নানা স্মারকও রয়েছে। যেগুলো সংরক্ষণ ও প্রদর্শনে নিজের বাড়িটিকেই তিনি 'উত্তরবঙ্গ জাদুঘর' নামে রূপান্তর করেন। বাড়িটি দিনের বেলা জাদুঘর এবং রাতে বসতবাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার দর্শনার্থী জাদুঘর পরিদর্শনে আসছেন। জাদুঘরের সংগৃহীত স্মারক আদালত ও গবেষণার কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

কুড়িগ্রাম আইন কলেজের তিনি প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। তিনি একজন লেখক ও সংস্কৃতি কর্মীও বটে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হলো: '১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধে শহিদ আইনজীবী', 'উত্তর রণাঙ্গনে সংখ্যালঘু গণহত্যা ও নারী নির্যাতন', '১৯৭১ ইপিআরের সেইসব যোদ্ধাগণ', '১৯৭১ কারা বিদ্রোহ ও গণহত্যা', 'মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস: রংপুর', 'ছিটমহলে সংগ্রাম ও মুক্তি', 'একাত্তরের অগ্রদূত', 'ভাওয়াইয়া স্বরে বঙ্গবন্ধু'। এশিয়াটিক সোসাইটির মুক্তিযুদ্ধের জ্ঞানকোষের তিনি অন্যতম লেখক। বাংলা একাডেমির জীবন সদস্য। নদী সুরক্ষা আন্দোলনের সংগঠন রিভারাইন পিপলের প্রতিষ্ঠাতা সিনেটর। বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের তিনি বোর্ড অব গভর্নস-এর সদস্য। জাতীয় বিশ্বদ্যিালয়েরও সিনেটর। বাংলাদেশ ও ভারতের কারাগারে সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও বন্দি থাকা নাগরিকদের স্ব স্ব দেশে ফিরিয়ে আনতে গঠন করেন 'বাংলাদেশ-ভারত বর্ডার ভিকটিমস রেসকিউ লিগ্যাল এসিসট্যান্স ফোরাম'। যার আহ্বায়কও তিনি। ইতোমধ্যে অনেক নাগরিক তাঁর সহযোগিতায় দেশে ফিরতে পেরেছেন।

সমাজসেবা/জনসেবায় গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব এস.এম. আব্রাহাম লিংকন-কে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

১৯৭৭ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা

২০২৩ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল (অব.) সামসুল আলম	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা লে. এ, জি, মোহাম্মদ খুরশীদ	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	শহিদ খাজা নিজামউদ্দিন ভূইয়া, বীর উত্তম	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া), বীর বিক্রম	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৫.	মরহুম ড. মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন আহমেদ (সেলিম আল দীন)	সাহিত্য
৬.	পবিত্র মোহন দে	সংস্কৃতি
৭.	বীর মুক্তিযোদ্ধা এ এস এম রকিবুল হাসান	ক্রীড়া
৮.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সমাজসেবা/জনসেবা
৯.	নাদিরা জাহান (সুরমা জাহিদ)	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
১০.	ড. ফিরদৌসী কাদরী	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

২০২২ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	বীর মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	শহিদ কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা বীরবিক্রম (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আব্দুল জলিল	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪.	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব সিরাজ উদদীন আহমেদ	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৫.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ছহিউদ্দিন বিশ্বাস (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৬.	বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৭.	অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া	চিকিৎসাবিদ্যা
৮.	অধ্যাপক ডা. মোঃ কামরুল ইসলাম	চিকিৎসাবিদ্যা
৯.	স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেন (মরণোত্তর)	স্থাপত্য
১০.	বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিডাব্লিউএমআরআই)	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
১১.	বিদ্যুৎ বিভাগ	আর্থসামাজিক উন্নয়ন

২০২১ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	মরহুম এ কে এম বজলুর রহমান (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	শহিদ আহসান উল্লাহ মাস্টার (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪.	মরহুম আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৫.	ড. মৃন্ময় গুহ নিয়োগী	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৬.	মহাদেব সাহা	সাহিত্য
৭.	আতাউর রহমান	সংস্কৃতি
৮.	গাজী মাজহারুল আনোয়ার	সংস্কৃতি
৯.	অধ্যাপক ডা. এম আমজাদ হোসেন	সমাজসেবা/জনসেবা
১০.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

২০২০ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	মরহুম কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	শহিদ বুদ্ধিজীবী মুহম্মদ আনোয়ার পাশা (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪.	জনাব আজিজুর রহমান	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৫.	অধ্যাপক ডা. মো. উবায়দুল কবীর চৌধুরী	চিকিৎসাবিদ্যা
৬.	অধ্যাপক ডাঃ এ,কে,এম,এ, মুক্তাদির	চিকিৎসাবিদ্যা
৭.	জনাব কালীপদ দাস	সংস্কৃতি
৮.	ফেরদৌসী মজুমদার	সংস্কৃতি
৯.	ভারতেশ্বরী হোমস্	শিক্ষা

২০১৯ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	শহিদ বুদ্ধিজীবী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	শহিদ এটিএম জাফর আলম (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	জনাব আ, ক, ম, মোজাম্মেল হক	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪.	ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৫.	ডাঃ কাজী মিসবাহুন নাহার	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৬.	মরহুম আবদুল খালেক (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৭.	মরহুম অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৮.	মরহুম ব্যারিস্টার শওকত আলী খান (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৯.	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডাঃ নুরুন্নাহার ফাতেমা বেগম	চিকিৎসাবিদ্যা
১০.	ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সমাজসেবা/জনসেবা
১১.	জনাব মুর্তজা বশীর	সংস্কৃতি
১২.	জনাব হাসান আজিজুল হক	সাহিত্য
১৩.	অধ্যাপক ড. হাসিনা খান	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
১৪.	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

২০১৮ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	মরহুম কাজী জাকির হাসান (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	শহিদ বুদ্ধিজীবী এস.এম.এ রাশীদুল হাসান (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	প্রয়াত শংকর গোবিন্দ চৌধুরী (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪.	এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহ্‌মুদ, বীর উত্তম, এসিএসসি (অব.)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৫.	মরহুম এম. আব্দুর রহিম (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৬.	প্রয়াত ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৭.	শহিদ লে. মোঃ আনোয়ারুল আজিম (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৮.	মরহুম হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৯.	শহিদ আমানুল্লাহ্‌ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
১০.	শহিদ মতিউর রহমান মল্লিক (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
১১.	শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
১২.	জনাব আমজাদুল হক	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
১৩.	অধ্যাপক ডা. এ. কে. এমডি আহসান আলী	চিকিৎসাবিদ্যা
১৪.	অধ্যাপক এ কে আজাদ খান	সমাজসেবা
১৫.	সেলিনা হোসেন	সাহিত্য
১৬.	ড. মোঃ আব্দুল মজিদ	খাদ্য নিরাপত্তা
১৭.	জনাব আসাদুজ্জামান নূর	সংস্কৃতি
১৮.	জনাব শাইখ সিরাজ	কৃষি সাংবাদিকতা

২০১৭ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	গ্রুপ ক্যাপটেন (অব.) শামসুল আলম, বীর উত্তম, পি.এস.সি	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	জনাব আশরাফুল আলম	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	শহিদ মোঃ নজমুল হক পিএসপি, পিপিএম (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪.	মরহুম সৈয়দ মহসিন আলী (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৫.	শহিদ এন.এম. নাজমুল আহসান (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৬.	শহিদ ফয়জুর রহমান আহমেদ (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৭.	বাংলাদেশ বিমান বাহিনী	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৮.	অধ্যাপক ডা. এ.এইচ.এম. তৌহিদুল আনোয়ার চৌধুরী	চিকিৎসাবিদ্যা
৯.	রাবেয়া খাতুন	সাহিত্য
১০.	মরহুম গোলাম সামদানী কোরায়শী (মরণোত্তর)	সাহিত্য
১১.	প্রফেসর ডক্টর এনামুল হক	সংস্কৃতি
১২.	ওস্তাদ বজলুর রহমান বাদল	সংস্কৃতি
১৩.	জনাব খলিল কাজী ওবিই	সমাজসেবা
১৪.	জনাব শামসুজ্জামান খান	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
১৫.	প্রয়াত অধ্যাপক ড. ললিত মোহন নাথ (মরণোত্তর)	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
১৬.	প্রফেসর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান	জনপ্রশাসন

২০১৬ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	জনাব মুহাঃ ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	মরহুম মৌলভী আচমত আলী খান (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪.	স্কোয়াড্রন লীডার (অবঃ) বদরুল আলম, বীর উত্তম	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৫.	শহিদ শাহ্ আব্দুল মজিদ (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৬.	মরহুম এম. আবদুল আলী (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৭.	মরহুম এ.কে.এম.আবদুর রউফ (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৮.	মরহুম কে. এম. শিহাব উদ্দিন (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৯.	সৈয়দ হাসান ইমাম	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
১০.	মরহুম রফিকুল ইসলাম (মরণোত্তর)	মাতৃভাষা
১১.	জনাব আবদুস সালাম	মাতৃভাষা
১২.	মরহুম অধ্যাপক ড. মাকসুদুল আলম (মরণোত্তর)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
১৩.	ডা. এম আর খান	চিকিৎসাবিদ্যা
১৪.	কবি নির্মলেন্দু গুণ	সাহিত্য
১৫.	অধ্যাপক রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা	সংস্কৃতি
১৬.	বাংলাদেশ নৌবাহিনী	জনসেবা

২০১৫ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	মরহুম কমান্ড্যান্ট মানিক চৌধুরী (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	শহিদ মামুন মাহমুদ (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	মরহুম শাহ এ.এম.এস. কিবরিয়া (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪.	অধ্যাপক আনিসুজ্জামান	সাহিত্য
৫.	জনাব আব্দুর রাজ্জাক	সংস্কৃতি
৬.	ড. মোহাম্মদ হোসেন মন্ডল	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
৭.	প্রয়াত সন্তোষ গুপ্ত (মরণোত্তর)	সাংবাদিকতা

২০১৪ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	মরহুম মোহাম্মদ আবুল খায়ের (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	শহিদ মুন্সী কবির উদ্দিন আহমেদ (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	শহিদ কাজী আজিজুল ইসলাম (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪.	লে. কর্নেল (অব.) মো. আবু ওসমান চৌধুরী	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৫.	মরহুম ড. খসরুজ্জামান চৌধুরী (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৬.	শহিদ এস.বি.এম মিজানুর রহমান (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৭.	মরহুম ডাক্তার মোহাম্মদ হারিছ আলী (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৮.	মরহুম অধ্যক্ষ মো. কামরুজ্জামান (মরণোত্তর)	শিক্ষা
৯.	শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী	সংস্কৃতি
১০.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

২০১৩ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	মরহুম এম এ হান্নান (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	শহিদ মো. সামসুল হক (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	জনাব মো. আবদুল হামিদ এডভোকেট	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪.	আলহাজ ডা. মো. মোশারফ হোসেন	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৫.	লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৬.	প্রয়াত স্বদেশ রঞ্জন বোস (মরণোত্তর)	অর্থনীতি
৭.	প্রয়াত সত্য সাহা (মরণোত্তর)	সংস্কৃতি
৮.	ড. মোহাম্মদ আবদুল হামিদ মিয়া	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

২০১২ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	শহিদ লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	শহিদ আবুল কালাম শামসুদ্দিন (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	ডা. সৈয়দা বদরুন নাহার চৌধুরী	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪.	জনাব নয়ীম গহর	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৫.	অধ্যাপক প্রাণ গোপাল দত্ত	চিকিৎসাবিদ্যা
৬.	অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	শিক্ষা
৭.	মরহুম আবুল ফজল (মরণোত্তর)	সাহিত্য
৮.	ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
৯.	মরহুম বজলুর রহমান (মরণোত্তর)	সাংবাদিকতা
১০.	ড. কামরুল হায়দার	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

২০১১ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	মরহুম গাউস খান (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	প্রয়াত সংঘরাজ জ্যোতিঃপাল মহাথের (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	মরহুমা ড. নীলিমা ইব্রাহিম (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪.	বাংলাদেশ পুলিশ	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৫.	এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আব্দুল করিম খন্দকার, বীর উত্তম	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৬.	শহিদ নূতন চন্দ্র সিংহ (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৭.	মরহুম এ. কে. এম. শামসুজ্জোহা (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৮.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষা
৯.	শিল্পী মু. আবুল হাশেম খান	সংস্কৃতি

২০১০ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	শহিদ এ কে এম সামসুল হক খান (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	জনাব বেলাল মোহাম্মদ	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪.	প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	শিক্ষা
৫.	জনাব যতীন সরকার	শিক্ষা
৬.	মরহুমা রোমেনা আফাজ (মরণোত্তর)	সাহিত্য
৭.	ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম	সাহিত্য
৮.	বাংলা একাডেমি	সংস্কৃতি
৯.	মরহুম ওয়াহিদুল হক (মরণোত্তর)	সংস্কৃতি
১০.	মরহুম আলমগীর কবির (মরণোত্তর)	সংস্কৃতি
১১.	ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী	সংস্কৃতি

২০০৯ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	জনাব আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী	সাহিত্য
২.	জনাব আবদুল মতিন	সংস্কৃতি
৩.	প্রফেসর এ. এম. হারুন অর রশীদ	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৪.	মরহুমা আইভি রহমান (মরণোত্তর)	সমাজসেবা/জনসেবা

২০০৮ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	বাংলাদেশ রাইফেল্‌স	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	শহিদ ডক্টর মুহাম্মদ শাম্‌সুজ্জোহা (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	শহিদ ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪.	অধ্যাপক রেহমান সোবহান	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

২০০৭ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ এবং জনসেবা
২.	ব্র্যাক	সমাজসেবা

২০০৬ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	বাংলাদেশ বেতার	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)	জনসেবা

২০০৫ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	জনাব মো. মুজিবুল হক	দেশ ও মানুষের কল্যাণে সামগ্রিক অবদান
২.	ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়রিয়াল ডিজিজ রিসার্চ, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি)	দেশ ও মানুষের কল্যাণে সামগ্রিক অবদান

২০০৪ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	জনাব অলি আহাদ	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	প্রয়াত কমরেড মণি সিংহ (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	ব্রিগেডিয়ার (অব.) প্রফেসর আবদুল মালিক	চিকিৎসা
৪.	মরহুম মুহম্মদ সিদ্দিক খান (মরণোত্তর)	শিক্ষা
৫.	মরহুম আবু ইসহাক (মরণোত্তর)	সাহিত্য
৬.	শহিদ আলতাফ মাহমুদ (মরণোত্তর)	সংস্কৃতি
৭.	বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি	ক্রীড়া
৮.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া	পল্লীউন্নয়ন
৯.	সন্ধানী	সমাজসেবা
১০.	মিস ভেলেরী এ টেইলর	জনসেবা

২০০৩ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ

২০০২ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	মরহুম এস, এ, বারী এ, টি (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	মরহুম হাসান হাফিজুর রহমান (মরণোত্তর)	সাহিত্য
৩.	প্রয়াত বারীণ মজুমদার (মরণোত্তর)	সংগীত
৪.	জনাব আবদুল লতিফ	সংগীত
৫.	ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন	সমাজসেবা/জনসেবা

২০০১ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	শহিদ মশিউর রহমান (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	মরহুম আলহাজ্ব জহুর আহমদ চৌধুরী (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	মরহুম এম, এ, আজিজ (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪.	শহিদ মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৫.	মরহুম রুহুল কুদ্দুস (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৬.	শহিদ আমিনউদ্দিন (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৭.	শহিদ ডা. জিকরুল হক (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৮.	প্রয়াত কবি সৈয়দা মোতাহেরা বানু (মরণোত্তর)	সাহিত্য
৯.	জনাব আশফাকুর রহমান খান	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
১০.	জনাব এম আর আখতার মুকুল	সাংবাদিকতা
১১.	বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড	ক্রীড়া ও খেলাধুলা

২০০০ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	মরহুম মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	মরহুম মেজর জেনারেল এম, এ, রব (বীর উত্তম) (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	সরদার ফজলুল করিম	শিক্ষা
৪.	সৈয়দ শামসুল হক	সাহিত্য
৫.	শিল্পী শাহাবুদ্দীন	চারুকলা
৬.	মরহুমা সুলতানা কামাল (খুকী) (মরণোত্তর)	ক্রীড়া ও খেলাধুলা
৭.	শ্রী বিনোদ বিহারী চৌধুরী	সমাজসেবা
৮.	ওস্তাদ খুরশীদ খান	সংগীত
৯.	শ্রী অজিত রায়	সংগীত
১০	মরহুম রোকনুজ্জামান খান (দাদা ভাই) (মরণোত্তর)	শিশু সংগঠন

১৯৯৯ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	আলহাজ জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	অধ্যাপক ডা. রশিদ উদ্দিন আহমদ	চিকিৎসা বিজ্ঞান
৩.	মরহুম অধ্যাপক এ, কিউ, এম বজলুল করিম (মরণোত্তর)	শিক্ষা
৪.	অধ্যাপক এ এফ সালাহ উদ্দিন আহমদ	শিক্ষা
৫.	মরহুম সিকান্দার আবু জাফর (মরণোত্তর)	সাহিত্য
৬.	প্রফেসর মোহাম্মদ কিবরিয়া	চারুকলা
৭.	মরহুমা বেগম বদরুন্নেসা আহমেদ (মরণোত্তর)	সমাজসেবা
৮.	জনাব কলিম শরাফী	সংগীত
৯.	মরহুম স্থপতি এফ আর খান (মরণোত্তর)	স্থাপত্য
১০.	স্থপতি মাজহারুল ইসলাম	স্থাপত্য
১১.	প্রয়াত ব্রজেন দাস (মরণোত্তর)	ক্রীড়া

১৯৯৮ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	শহিদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	শহিদ তাজউদ্দিন আহমদ (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪.	শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৫.	শহিদ এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৬.	শহিদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৭.	শহিদ শেখ ফজলুল হক মনি (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৮.	ড. আব্দুল মোছাব্বের চৌধুরী	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৯.	শহিদ শহীদুল্লাহ কায়সার (মরণোত্তর)	সাহিত্য
১০.	শহিদ শেখ কামাল (মরণোত্তর)	ক্রীড়া

১৯৯৭ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	ড. মুন্সী সিদ্দীক আহমদ	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
২.	জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম	চিকিৎসা বিজ্ঞান
৩.	অধ্যাপক কবীর চৌধুরী	শিক্ষা
৪.	মরহুম অধ্যাপক আবদুল মতিন (মরণোত্তর)	শিক্ষা
৫.	কবি সুফিয়া কামাল	সাহিত্য
৬.	জনাব শওকত ওসমান	সাহিত্য
৭.	মরহুম আবদুল আলীম (মরণোত্তর)	সংগীত
৮.	শহিদ জননী জাহানারা ইমাম (মরণোত্তর)	সমাজসেবা
৯.	মরহুম বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন (মরণোত্তর)	সমাজসেবা
১০.	প্রয়াত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (মরণোত্তর)	ভাষা ও স্বাধীনতা আন্দোলন

১৯৯৬ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	অধ্যাপক এ, এম, জহুরুল হক	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
২.	মরহুম ডা. কাজী আব্দুল মনসুর (মরণোত্তর)	চিকিৎসা বিজ্ঞান
৩.	মরহুম মৌলভী আবুল হাশিম (মরণোত্তর)	সাহিত্য
৪.	জনাব শফিউদ্দীন আহমেদ	চারুশিল্প
৫.	জনাব মোহাম্মদ আবদুল জব্বার	সংগীত
৬.	বেগম সাবিনা ইয়াসমীন	সংগীত
৭.	কাজী মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন	ক্রীড়া ও খেলাধুলা
৮.	আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম	জনসেবা

১৯৯৫ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	ড. আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
২.	মরহুম আলহাজ মৌলভী কাজী আম্বার আলী (মরণোত্তর)	শিক্ষা
৩.	মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (মরণোত্তর)	সাহিত্য
৪.	বেগম ফেরদৌসী রহমান	সংগীত
৫.	বেগম সৈয়দা ইকবাল মান্দ বানু	সমাজসেবা
৬.	জনাব মোহাম্মদ জাকারিয়া পিন্টু	ক্রীড়া ও খেলাধুলা
৭.	মরহুম সৈয়দ মোহাম্মদ আলী (মরণোত্তর)	সাংবাদিকতা

১৯৯৪ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
২.	মরহুম আহসান হাবিব (মরণোত্তর)	সাহিত্য
৩.	জনাব আতিকুর রহমান	ক্রীড়া
৪.	গ্রামীণ ব্যাংক	পল্লীউন্নয়ন
৫.	জনাব মোবারক হোসেন খান	সংগীত

১৯৯৩ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	অধ্যাপক এ, কিউ, এম, বদরুদ্দোজা চৌধুরী	চিকিৎসাবিজ্ঞান
২.	মরহুম এস, এম, সুলতান (মরণোত্তর)	চারুকলা
৩.	কাজী আবদুল আলীম	ক্রীড়া
৪.	মিসেস জাহানারা বেগম	পল্লীউন্নয়ন
৫.	মরহুম অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবুল কাসেম (মরণোত্তর)	শিক্ষা

১৯৯২ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
২.	অধ্যাপক কাজী জাকের হোসেন	শিক্ষা
৩.	মরহুম জহির রায়হান (মরণোত্তর)	সাহিত্য

১৯৯১ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	মরহুম নায়েব সুবেদার শাহ আলম (মরণোত্তর)	ক্রীড়া
২.	কবি শামসুর রাহমান	সাহিত্য
৩.	প্রফেসর মো. ইন্নাস আলী	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

১৯৯০ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
২.	জনাব মুহাম্মদ ইয়াসিন	পল্লীউন্নয়ন

১৯৮৯ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	অধ্যাপক (ডা.) মো. মোস্তাফিজুর রহমান	চিকিৎসা বিজ্ঞান ও জনসেবা
২.	জনাব নিয়াজ মোর্শেদ	ক্রীড়া

১৯৮৮ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	জনাব আমিনুল ইসলাম	চারুকলা
২.	মরহুম মো. নুরুল আলম (মরণোত্তর)	জনসেবা

১৯৮৭ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	মরহুম এম, হোসেন আলী (মরণোত্তর)	জনসেবা
২.	অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান	সাহিত্য
৩.	প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস	পল্লীউন্নয়ন
৪.	আর্মড ফোর্সেস ইন্সটিটিউট অব প্যাথলজি এন্ড ট্রান্সফিউসন (এ এফ আই পি এন্ড টি)	চিকিৎসা বিজ্ঞান

১৯৮৬ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা	পল্লীউন্নয়ন
২.	অধ্যাপক মফিজ-উদ-দীন আহমেদ	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৩.	জনাব মো. মোশারফ হোসেন খান	ক্রীড়া

১৯৮৫ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	মরহুম জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী (মরণোত্তর)	সমাজসেবা

১৯৮৪ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	ড. মহম্মদ কুদরত-এ-খুদা (মরণোত্তর)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
২.	জনাব মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন	সাংবাদিকতা
৩.	অধ্যাপক মহম্মদ মনসুর উদ্দীন	সাহিত্য
৪.	শাহ আবুল হাসনাৎ মোহাম্মদ ইসমাইল	সাহিত্য
৫.	ওস্তাদ আয়েত আলী খান	সংগীত
৬.	মরহুম রশিদ উদ্দিন চৌধুরী (বুলবুল চৌধুরী) (মরণোত্তর)	নৃত্য
৭.	দীদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি	পল্লীউন্নয়ন
৮.	কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট	সমাজসেবা

১৯৮৩ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
১.	কবি আবদুল কাদের	সাহিত্য
২.	মরহুম ড. মহম্মদ এনামুল হক (মরণোত্তর)	শিক্ষা
৩.	ড. সিরাজুল হক	শিক্ষা
৪.	বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব রিসার্চ এন্ড রীহ্যাবিলিটেশন ইন ডায়াবিটিজ এনডোক্রাইন এন্ড মেটাবলিক ডিস্‌অর্ডারস (বারডেম), বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির একটি প্রতিষ্ঠান	চিকিৎসাবিজ্ঞান

১৯৮২ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	মরহুম ডক্টর আবদুর রশীদ (মরণোত্তর)	শিক্ষা
২.	মরহুম কাজী মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন (মরণোত্তর)	জনসেবা
৩.	মরহুম সৈয়দ মুর্তাজা আলী (মরণোত্তর)	সাহিত্য
৪.	মরহুম আনোয়ারুল হক (মরণোত্তর)	ললিতকলা
৫.	বেগম ফিরোজা বারী	সমাজসেবা

১৯৮১ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ (মরণোত্তর)	সাংবাদিকতা
২.	মরহুম জনাব আব্বাস উদ্দিন আহমদ (মরণোত্তর)	সংগীত
৩.	মরহুম মেজর আবদুল গনি (মরণোত্তর)	জনসেবা
৪.	মরহুমা বেগম সামসুন নাহার মাহমুদ (মরণোত্তর)	সমাজসেবা
৫.	মরহুম আব্বাস মির্জা (মরণোত্তর)	ক্রীড়া
৬.	দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	সাহিত্য
৭.	জনাব ওয়ালিউল্লাহ পাটোয়ারী	শিক্ষা
৮.	ওস্তাদ খাদেম হোসেন খাঁন	সংগীত

১৯৮০ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	মরহুম ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (মরণোত্তর)	শিক্ষা
২.	মওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ (শর্ষিণার পীর সাহেব)	শিক্ষা
৩.	মরহুম আলহাজ্ব জহির উদ্দিন (মরণোত্তর)	জনসেবা
৪.	মরহুম কবি ফররুখ আহম্মদ (মরণোত্তর)	সাহিত্য
৫.	শহিদ মুনীর চৌধুরী (মরণোত্তর)	সাহিত্য
৬.	ড. খন্দকার আমির হাসান	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৭.	জনাব সোহরাব হোসেন	সংগীত

১৯৭৯ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	মরহুম আবুল মনসুর আহমদ (মরণোত্তর)	সাহিত্য
২.	ড. কাজী মোতাহার হোসেন	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৩.	মরহুম ড. মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী (মরণোত্তর)	শিক্ষা
৪.	ফিরোজা বেগম	সংগীত
৫.	জনাব সমর দাস	সংগীত
৬.	ওস্তাদ ফুলঝুরি খান	সংগীত
৭.	জনাব কামরুল হাসান	চিত্রকলা
৮.	বেগম তাহেরা কবির	সমাজকল্যাণ
৯.	জনাব নুর মোহাম্মদ মন্ডল	জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

১৯৭৮ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	মরহুম কবি জসীম উদ্‌দীন (মরণোত্তর)	সাহিত্য
২.	মরহুম ড. মজাহারুল হক (মরণোত্তর)	শিক্ষা
৩.	প্রয়াত রণদা প্রসাদ সাহা (মরণোত্তর)	সমাজকল্যাণ
৪.	মরহুম ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম (মরণোত্তর)	সমাজকল্যাণ
৫.	ড. শাহ মোহাম্মদ হাছানুজ্জামান	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৬.	জনাব আবদুল আহাদ	সংগীত
৭.	জনাব মাহফুজুল হক	পল্লীউন্নয়ন
৮.	জনাব আলমগীর এম, এ, কবীর	জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

১৯৭৭ সাল

ক্রম	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ক্ষেত্র
১.	মরহুম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (মরণোত্তর)	সমাজকল্যাণ
২.	মরহুম কাজী নজরুল ইসলাম (মরণোত্তর)	সাহিত্য
৩.	মরহুম শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন (মরণোত্তর)	চিত্রকলা
৪.	মরহুম ড. মোকাররম হোসেন খন্দকার (মরণোত্তর)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৫.	জনাব মাহবুব আলম চাষী	পল্লীউন্নয়ন
৬.	ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুর রহমান চৌধুরী	চিকিৎসা বিজ্ঞান
৭.	ডা. মো. জাফরুল্লাহ চৌধুরী	জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ
৮.	বেগম রুনা লায়লা	সংগীত
৯.	হাবিলদার মোস্তাক আহমদ	ক্রীড়া
১০.	মরহুম এনায়েত করিম (মরণোত্তর)	জনসেবা

বিজি প্রেস-২০২৩-২৪-৬৪২৬ কম-সি—১,৫০০ বই, ২০২৪। মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।